OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 265 – 272
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নুড়ি বাঁদর : প্রকৃতি-পরিবেশ ও ‘অবিশেষ’ মানুষের গল্প

ড. অতনু শাশমল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : atanumukul@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Monkey (Bandar), Small pebble, Brahma, Mahabharata, Woman, Globalization, Earthly Environment, Uniqueness, Metaphor.

Abstract

Manindra Gupta (1926-2018) is better known as a poet. He has written approximately sixteen books of Poetry: 1. Amra Tinjan, 2. Nil Pathorer Akash, 3. Moupokader Gram, 4. Lal Schoolbari, 5. Chhatrapalash Chaitye Dinsesh, 6. Sharatmegh o Kashfuler Bandhu, 7. Manindra Gupter Kabita, 8. Kabita Sanggraha, 9. Nameru Mane Rudraksha, 10. Tungtang Shabdo NihShabdo, 11. Shreshtha Kabita, 12. Bone aj Kancherto, 13. Mouchushi jay Chhadnatalay, 14. Kabita Sanggraha, 15. Barir Kapale Chand, 16. Asurder Meye. His first book of poetry was published in 1949. From 1949 to his death (31 January 2018), his literary career spanned about 67-68 years. However, during this extensive period, he wrote a novel at the beginning of the second half of the 20th century, called 'Anupama'. After that, Manindra wrote four novels (1. Prem, Mrityu Ki Nakshtra, 2. Nuri Bandar, 3. Altamosi, 4. Nengti) in the first two decades of the 21st century and in the last part of his life. The second novel out of these four novels is 'Nuri Bandar'. Although he was a poet, Manindra showed special skills as a novelist in the novel 'Nuri Bandar'. In this novel, a monkey is seen, whose birth story is miraculous. Although he was born from a small pebble, his life experience is extraordinary. His curiosity about 'Brahma', his attempt to compare life with the Mahabharata, his curiosity and search for the various forms of women, his apprehension about globalization, and above all his concern and resistance about the earthly environment, have given this novel its uniqueness. In fact, various dimensions of life have been reflected in this novel through metaphor. Thus, it can be seen that through various actions and diverse experiences, he has finally adopted a life like an ordinary human being, including a house, wife and daughter, in a natural environment. Therefore, this novel is also extremely human despite being apparently about a monkey.

Discussion

মানুষের তৈরি সমতলের পথ হঠাৎ বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে উত্তরের পাহাড়মালা আর তার অরণ্যে। ওই পাহাড় আর নিবিড় গভীর হয়ে আসা বনানীর স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্নতায় অনেক প্রকার পোকার বিচিত্র আওয়াজের মাঝে পাহাড়ি চড়াই পথের আচমকা শুরু। পাহাড়ের শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ক্রমশ ঊর্ধ্বগত সেই পথ, তার বিপরীতে হাঁ-করা গভীর শূন্য খাদ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শৈলশ্রেণির পাদদেশ থেকে শুরু করে সাত-আট হাজার ফুট ওপরের পার্বত্য অরণ্যানী ক্রমাগত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর উচ্চতায় আরোহণ করে অমলিন সূর্যালোককে ধরে রাখবার জন্য তাদের ডালপালা ও সুগহন ঘন পাতার অপূর্ব প্রাকৃতিক আধারকে মেলে ধরেছে সেখানে। পাহাড়তলির জংলা নাম না জানা গাছ অহোরাত্র ভাসমান মেঘকে কাছে ডেকে নিয়ে এসে অঝোর বর্ষণে সিক্ত করে দেয় বনাঞ্চলকে। সামান্য ওপরে দেবদারু পাইনের বসতি, আরোওপরে ছবির মতো তুষাররেখায় পপলারের শ্রেণি। নীচে ঘন অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, শেয়াল, অন্ধকারের ময়াল পাইথনদের বসবাস। পাচ-ছয় হাজার ফুট ওপরে যেখানে অরণ্য হাল্কা হতে শুরু করেছে— সেখানকার ফুল, মৌমাছি, মৌচাক আর কুয়াশা বড় মনোরম ! হিম ভাঙা পাহাড়ি নরম রোদ্দুরে মধুলোভী ভালুকদের অলস বিচরণ, আর পাহাড়ের ধাপে ধাপে, নীচ থেকে উঁচু পর্যন্ত বিচিত্র সব পাখিদের নীড়। সবচেয়ে নীচে টুনটুনি দোয়েলের মতো পাখি, তার ওপরে থাকে টিয়া ময়না পায়রা ফেজেন্ট কাক জাতীয় পাখি। এদের ওপর ধাপে থাকে চিল বাজ প্যাঁচা। আর খুব ওপরে যেখানে চতুষ্পদ প্রাণীরা যায় না, সেখানে বৃক্ষের মাথায় বা পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে থাকে সোনালি ঈগলেরা। তারপর কয়েক হাজার ফিট জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতাহীন শীত কুয়াশা মেঘ রোদ্দুরে জড়াজড়ি করা খাদ আর পাহাড়ের উঁচু শিখর। এভাবে ২৯ হাজার ফিট উচ্চতায় একেবারে পর্বতের শীর্ষচূড়া। সেখানে আবহাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। প্রখর তুষারপাত ঝঞ্ঝা যেন দক্ষ পর্বতারোহীকে উড়িয়ে অদৃশ্য করে দেবে। আর বারো হাজার ফিট উঁচুতে বসবাস করে পার্বত্য আইবেক্স ছাগল ইত্যাদি।

মণীন্দ্র গুপ্তের *নুড়ি বাঁদর* উপন্যাসের সূচনার *দেশকাল* অংশকে অনুসরণ করে এই দেশের উত্তরের পর্বতমালার একটি বিরল বিবরণ উপস্থাপন করলাম মাত্র। বিরল এই কারণে উত্তরের এই পর্বতমালা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তবে এরও অনতি অব্যবহিত পূর্বে *নুড়ি বাঁদর* উপন্যাসের সূচনা-বাক্যে রয়েছে একটা ঝাঁকুনি। বাক্যটি এরকম:*এই দেশের উত্তরে ছিল পর্বতমালা*। উপন্যাসের সূচনায় অতীতকালবাচক 'ছিল' ক্রিয়াপদ দেখে মনে হবে যেন অনেক পরবর্তী সময়ের ফ্ল্যাসব্যাক। প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। অতীত কালবাচক ক্রিয়া 'ছিল' প্রথমেই আখ্যানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করছে, যে অবশ্যম্ভাবী ভাবী ভয়াল স্বভাবের অনিবার্য আখ্যান আর বিবৃত হবে না, তাকে কল্পনা করে নিতে হবে। আসলে এটা ঠিক anticipatory summary[১] নয়। এর প্রকৃতিটা অনেকটা ফ্ল্যাস ফরোয়ার্ডের[২] ধরনের হয়েও শেষপর্যন্ত তার মতো নয়। ফ্ল্যাসফরোয়ার্ডে সচরাচর গল্পটা বলা হয় বা হবে। কিন্তু *নুড়ি বাঁদর*-এ তা নয়। এখানে কবি-ঔপন্যাসিকের ভবিষ্যৎ কল্পনাশক্তির ঘোর অসামান্য! পরমুহূর্তেই নিজ কল্পনাকে সামলে নিয়েছেন তিনি। বলেছেন - ' ছিল কেন? এখনও তো আছে। আজ আছে, কাল থাকবে না— আমার মনে সেই না-থাকার ছায়া পড়েছে।'

অর্থাৎ উপন্যাসের সূচনা-বাক্যে ভয়ংকর আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতি-পরিবেশের বিনষ্টি ও তার অনিবার্য ফল সম্পর্কিত দুর্ভাবনা উদ্বেগের চিন্তাই আরম্ভে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এরপরেই ঔপন্যাসিক যেন অতীতে ফিরে গেছেন। সে-ই অতীত যেন তা প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। আবার আসলে যা আজও আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা থাকবে না। বলতে হচ্ছে আবারও, সে-ই সময়টা নেইও বটে, আবার আছে এটাও সত্য। যেন এক আশ্চর্য মায়াবিশিষ্ট জগৎ। এখানে ঔপন্যাসিকের সময়ের হিসেবনিকেশ বড় বিস্ময়কর! অতীত ও বর্তমানকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করেও ঔপন্যাসিক উভয়কেই একই সমতলে রেখে বিবৃত করে যান, তার সঙ্গে ভবিষ্যৎকেও আবার অবলোকন করেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যেন একই সঙ্গে এই উপন্যাসে পরবর্তীতে বলা 'স্ফটিকের বিশাল এক ডুডেকাহেড্রনে'র[৩] মতো, যার একাধিক তল (বারো) ত্রিমাত্রিক বা থ্রিডাইমেনশনাল সমস্ত-কিছু 'স্বচ্ছ হয়ে মায়া আয়নার মতো দৃশ্যমান হয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তারা ঘষা কাচের মতো ঝাপসা হয়ে গোপন থাকে।' ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতেও তাই তাদের মধ্যের সেই ভেদরেখাকে আর দেখা যায় না। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত একাকার হয়ে যায়।

এখানে বলতে হয়, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষবেলায় পরপর অন্ততপক্ষে চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যে উপন্যাসগুলিতে সময়ের বিচিত্র মাত্রার অভিনব অনাদিম প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রকাশকালের ব্যবধানে চারটি উপন্যাস হল -

১. *নুড়ি বাঁদর* (অক্টোবর ২০১৬) ২. *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা, অতীশ দীপংকরের পৃথিবী* (নভেম্বর ২০১৭) ৩. *চৌথুপীর চর্যাপদ* (২৫ ডিসেম্বর ২০১৭) এবং ৪. *সুধাশ্যামলিম তুমি* (জানুয়ারি ২০১৯)। এর মধ্যে চতুর্থ উপন্যাসটির (*সুধাশ্যামলিম তুমি*)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০১৩-র মে মাস থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে দুটি পত্রিকায় নানা পর্যায়ে বিভিন্নভাবে ২০১৫-র আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সম্পন্ন হয়। আর প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় উপন্যাস *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* 'উত্তরবঙ্গের' একটি পত্রিকায় (মধ্যবর্তী) একটা সময়ে (আনুমানিক ২০১৫-র সংলগ্ন সময়ে, যে-সময়ে *সুধাশ্যামলিম তুমি* উপন্যাসের পরিশিষ্ট-অংশ *কোন সুধাশ্যামলিম* নাম নিয়ে ওই একই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল) 'প্রতি মাসে বেরোতে শুরু করেছে এক-একটা কিস্তি।'[৪] তবে গ্রন্থরূপ পাওয়ার দিক থেকে সর্বাগ্রে *নুড়ি বাঁদর*-এর স্থান আসবে। প্রায় অদূরবর্তী একই সময়ের চারটি পৃথক উপন্যাসে সময়ের জটিল গতিপ্রকৃতির নির্মাণ-বৈচিত্র গবেষকের আলোচনার কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় হতে পারে।

যাই হোক, মণীন্দ্র গুপ্ত কবি বলেই বেশি স্বীকৃত। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের অন্তিমে (গ্রীষ্ম ১৩৫৬/ ১৯৪৯) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ (*আমরা তিনজন*) প্রকাশিত হয়। এরপর কবিতার বইয়ের প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দুই দশক পর্যন্ত। *অসুরদের মেয়ে* (জানুয়ারি ২০১৬) তাঁর জীবিত অবস্থায় (১৯২৬ - ২০১৮) প্রকাশিত সম্ভবত শেষ কাব্যগ্রন্থ। অর্থাৎ প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৪৯ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনাবসানকাল (৩১ জানুয়ারি ২০১৮) পর্যন্ত প্রায় সাতষট্টি-আটষট্টি বছরের সুবিস্তৃত সাহিত্য-জীবনে (যার মুখ্যাংশ জুড়ে রয়েছে কাব্যচর্চা) আনুমানিক বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে (মহালয়া, ১৩৫৭) *অনুপমা* নামে একটি 'বই' - এরপর জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে তিনি হাত দিয়েছিলেন উপন্যাস রচনায়। মোট চারটি উপন্যাসের (১. *প্রেম, মৃত্যু কি নক্ষত্র* : মে ২০০৫, ২. *নুড়ি বাঁদর* : অক্টোবর ২০১৬, ৩. *আলতামসী*, ৪. *নেংটি*। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বই হয়ে বেরোয়নি। ডিসেম্বর ২০১৮-তে *উপন্যাস সংগ্রহ*-তে প্রথম দুটির সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়।) সবগুলোই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। চারটি উপন্যাসের দ্বিতীয় উপন্যাস *নুড়ি বাঁদর* আমাদের আলোচ্য।

তবে কেবল পরিবেশ-চেতনাই এই উপন্যাসের একমাত্র বিষয় ও লক্ষ্য নয়। বক্ষ্যমাণ লেখার সূচনাতেও পরিবেশের সঙ্গে বিরল প্রজাতির সময় ব্যবহারেরও সামান্য ইঙ্গিত করেছি আমরা। কিন্তু শধু এই নয়, এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে আরো অনেক বিষয় প্রসঙ্গও রয়েছে, যেমনটা অন্যান্য উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। এরকমই রয়েছে এই উপন্যাসে প্রাচীন সময়ের পুরাণের ব্যবহার এবং রূপকের অপূর্ব প্রথা ভাঙা তাৎপর্যগত প্রয়োগ।

এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় (নাম: দেশকাল)-এর অন্তে পাহাড়ি আইবেক্সদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হতে দেখি। কিন্তু *নুড়ি বাঁদর* নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আইবেক্স ছাগলের দল বিশেষত তাদের দলপতির সক্রিয়তায় এই উপন্যাসের পুরাণ প্রসঙ্গের জাগরণ ঘটল বলা যায়। পাহাড়ের কোলে একটি প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা 'প্রাণ সঞ্জীবনী অথবা ম্যাজিক খনিজ' বহনকারী প্রস্রবণের সংস্পর্শে ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। পাহাড়ি আইবেক্স 'ছাগলদের দলপতির খুরের চাট খেয়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুতদর্শন নুড়ি লাফিয়ে উঠে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে।' আর তারপরেই 'প্রাচীন এলিক্সার অফ লাইফ বা সঞ্জীবনী জলধারা'র স্পর্শে জেগে উঠল এক প্রাণ। আশ্চর্য সেই সলিল প্রবাহের স্পর্শে নুড়ি বদলে হয়ে গেল বাঁদর অর্থাৎ 'নুড়ি বাঁদর'। *নুড়ি বাঁদর*-এর জন্মেতিহাসকে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মহাভারত নামক আদি পুরাণের শরণাপন্ন হলেন।

সামান্য বিশদ করে বলা যেতে পারে বিষয়টিকে। মণীন্দ্র গুপ্তের *নুড়ি বাঁদর* এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত *সম্পূর্ণ মহাভারত* অনুসরণে দেখতে পাই, প্রাচীন খ্রিস্টপূর্বকালে মহাভারতের আখ্যানের একেবারে আদিলগ্নে চেদি দেশে পুরু বংশে উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অন্য এক নাম বসু। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিধন্য এই রাজা ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্য স্ফটিকনির্মিত আকাশগামী রথে শূন্যে বা ওপরে ভ্রমণ করতেন বলে তাঁর নাম উপরিচর। উপরিচরের রাজ্যের রাজধানীর কাছে ছিলেন এক নদী (নারী), তাঁর নাম শুক্তিমতি। ওই সময় এক সচেতন পর্বত কোলাহল কামান্ধ হয়ে স্রোতস্বতী শুক্তিমতী নদীর প্রতি সম্ভোগাভিলাষী হলে রাজা উপরিচর কোলাহলের মস্তকে পদাঘাত করায় বিদীর্ণ পর্বত কোলাহলের মস্তকের প্রহারমার্গ থেকে স্রোতবহা শুক্তিমতী নির্গত হলেন। এই নদীর গর্ভ থেকে জাত হলেন এক পুত্র ও কন্যা। শুক্তিমতি নদী প্রীতমনে সেই পুত্র ও কন্যাকে রাজার নিকট অর্পণ করলেন। রাজা উপরিচর গিরিকা নাম্নী সেই কন্যাকে রানি করে নিলেন। যদিও গিরিকা নন, অদ্রিকা নামের এক মৎস্যরূপা অপ্সরার উদর থেকেই এই পুত্র ও কন্যার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উদ্ভব[৫], তবুও 'সেকালের প্রথাগত বংশধারা অনুযায়ী', সম্ভবত রানি গিরিকাই 'হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের দিদিমা।' এভাবে ঔপন্যাসিক বলতে চাইলেন: 'মহাভারতের সময়ে যদি এসব ঘটতে পারে তবে এখনই বা ঘটবে না কেন?' দেখা যাবে, ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্যকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে পুরাণের উদাহরণ (পর্বত ও নদীর মিলনে মানুষের উৎপত্তি)-কে অবলম্বন করলেন শেষপর্যন্ত।

এই উপন্যাসের ৭ নং অধ্যায়ে (শিরোনাম : *রানিমা*) যে আদিবাসী রানিমা ও পঞ্চস্বামীকে দেখি, তাঁরাও প্রায় পুরাণের অনুবর্তী। মহাভারতের স্বর্গারোহণে পথযাত্রী দ্রৌপদী ও তাঁর বিখ্যাত পঞ্চস্বামীদের কথা মনে করাবে। উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে 'নদী-উপত্যকার দাঁতাল'কে বাঁদর 'ঐরাবত বানিয়ে' ডাকলেও (৩ নং অধ্যায় : *সাধু মহাত্মা*) উপন্যাসের আখ্যানে কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ের জাম্ববান (রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়কার 'রামের মন্ত্রী'। *গোল টেবিল বৈঠক* শিরোনামাঙ্কিত ১৬ নং অধ্যায় দ্র.) ও জাম্ববতীর (উপন্যাসে যথাক্রমে জাম্ববানদা ও জাম্ববতীদি) প্রসঙ্গ কেবল উল্লিখিতই হয়নি, গল্পদেহে তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, *রানিমা* অধ্যায়ে অন্ততপক্ষে দু-বার জাম্ববতীর প্রসঙ্গ রয়েছে। একবার তো জাম্ববতীদিকে তাঁর সহচরীদের (ভল্লুকী, বাঁদরী ও গোপ তরুণী প্রভৃতি) ও বাঁদরের অবাধ মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার পর বিদায়বেলার রোরুদ্যমান সহচরীদের সম্পর্কে বলতে শুনি, 'আমার হয়েছে জ্বালা, যাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজবে আর ঝুপ ঝুপ করে কেঁদে ভাসাবে।'[৬] অন্যত্র জাম্ববতীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে কৃষ্ণের মৃত্যু ও রাজপ্রাসাদসমেত দ্বারকা-র আরবসাগরে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় *প্রত্যাবর্তন* শিরোনামাঙ্কিত ১২ নং অধ্যায়ে রয়েছে।

আগেই বলেছি, এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সময়ে সময়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের বিভাজনরেখাকে লুপ্ত করে দিয়ে গল্প বলতে থাকেন। একটা ভিন্ন সময় অন্য আর একটা পৃথক সময়ের ঘাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের অতিপ্রাচীন কোনো চরিত্রও তার অনেক পরবর্তী বর্তমান সময়ের চরিত্র-জগতে 'সুপার ইমপোজ'[৭]-এর মতো এসে উপস্থিত হন। যেমন এই উপন্যাসের *রানিমা* শিরোনামাঙ্কিত ৭ নং অধ্যায়ে যে স্বর্গারোহণে মহাপ্রস্থান পথে এক আদিবাসী রানি ও তাঁর পঞ্চস্বামীকে দেখি, তাঁরা সকলেই বর্তমান সময়ের মানুষ। রানিমা তাঁর হাতের কুঁড়োজালি থেকে সাদা ট্যাবলেট বের করে জিভের তলায় রাখেন, তাঁর হাতের দামি আধুনিক মোবাইলে ' বিপন্ন বরফ'-এর কথা ফুটে ওঠে। তাঁদের হাজার একর জমি, দিঘির পাড়ের রাজপ্রাসাদ, শীত-বসন্তে সাহেব-মেমদের সঙ্গে বিলাসবহুল মেলামেশা ও পোলো খেলার মাঝেও কিন্তু বাদ পড়েনি জ্ঞাতিশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ খুনোখুনি ও পাঁচ পুত্র সন্তানের মৃত্যু-কথা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তাঁদের দারুণ রকমের মিল। এক জায়গায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে চিহ্নিত করা যায় নিমেষে। রানি মা বলছেন, 'ওই দ্যাখ, ওঁরা চলেছেন মহাপ্রস্থানের দিকে। বাঁদর দেখে, কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ আরও পেকে গেছে— লম্বা যুধিষ্ঠির আরও একটু ঝুঁকে পড়েছেন, কাঁধে একখানা দেহাতি গামছা। যুধিষ্ঠিরের ওই চেহারার সঙ্গে সুপার ইমপোজ করছে এক নম্বর সিংদেওয়ের কৃশ দেহ, কাঁধের দেহাতি গামছাটা তিনি পেঁচিয়ে নিয়েছেন মাথায়।' স্পষ্টতই বর্তমান সময়ের বিশেষ জীবনরূপের সঙ্গে পুরাকালের জীবনস্বরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমন একাকার সমীকৃত হয়ে যাওয়া রূপকের অব্যর্থ প্রয়োগ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, সমগ্র উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বাঁদর, সে বাঁদর হয়েও বারংবার বাঁদর এবং মানুষ, দু-ই— এক রূপ থেকে অন্য রূপে তার ক্রমাগত যাওয়া-আসা এবং শুধু এই নয়, তাকে ঘিরে রূপকের অপূর্ব কারিকুরি একই গল্পদেহে অন্য যে অনন্য এক আখ্যানকে পরিস্ফুট করে : শেষ পর্যন্ত তা হল 'পার্থিব বস্তু-পরিবেশ'[৮]-এ লালিত সাধারণ অবিশেষ মানুষেরই গল্প।

এই উপন্যাসের বাঁদরকে আরো দেখি, তার জন্ম যেমনই হোক, বাঁদর হয়েও সে প্রথম থেকেই মানবোচিত অভিপ্রায় (human interest)-এ সিক্ত। আদিম মানুষেরই মতো আত্মরক্ষার্থে তুষার চিতার থাবা ও দাঁতকে প্রতিহত করেছে সে। আবার ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ও ইন্দ্রিয়-অগোচর অনুভবের পার্থক্যকে সে প্রায় মানুষিক চেষ্টা দিয়ে আয়ত্ত করেছে। সাধু মহাত্মার আচারসর্বস্ব ব্রহ্মচর্য তথা ব্রহ্মতত্ত্বের অসারত্বকে সে ভেদ করেছে গড়পড়তা বা অ্যাভারেজ মানুষের মতো করেই। এরকমই আদিবাসী রানিমায়ের স্নেহ ভালোবাসায় জীবনের সারল্য সত্যকে জেনেছে সে, আবার রিণু (হরিণী হয়েও নারী), ফ্রেয়া-পিপি-টেরাসু পর্বতারোহিণী তিন নারীর সংস্পর্শ তাকে জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। বিশেষত ত্রয়ী নারীর কাছ থেকে পশু হয়েও সে মানুষের মতো করে নরনারীর সম্পর্কগত চেহারাকে স্পষ্ট বুঝেছে। বয়কাট মেঘবরন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চুলের বাঙালি পুতুলপ্রতিমা পাল কিংবা পিপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে তার আধুনিক বয়ফ্রেন্ড সত্তা, লৌহমানবী হলেও নরউইজান ফ্রেয়া বডিবিল্ডারের সঙ্গে তার রক্তমাংস সম্পর্কের অনায়াস অবাধ যৌন অভিজ্ঞতা, জাপানি আমা টেরাসুর সঙ্গে তার সহোদর-সহোদরার সম্পর্ক তাকে আপ্লুত করেছে, তার মধ্যে মনুষ্য সত্তার জাগরণ ঘটেছে ক্রমশ।

উপন্যাসে আরো দেখি, রিণু, সে কেবল হরিণী নয়, সে যেন তার প্রেমের প্রতিমা। উপন্যাসে নারীকে এরকম বিচিত্র রূপকে (Metaphor) বলার চেষ্টা রয়েছে। হরিণ (হরিণী), ছাগল (ছাগলী), বাঘ (বাঘিনি)-এর মতো 'মাকড়সা মেয়ে', 'পাহাড়ি বিছেদের মেয়ে', কী 'পাছাপেড়ে শাড়ি পরা সোনার বরন রানি মৌমাছি' যার 'বিড়ে খোঁপা আঁট করে বাঁধা', এমনকী জাম্ববতীদির সহচরী ভল্লুকী, বাঁদরী, গোপিনী এবং পরবর্তী সময়ের 'প্রতিবেশিনী ভাল্লুকী', 'বাঁদরিণী' প্রভৃতির কথা থাকলেও হরিণী (নারী)-র দিকেই তার পক্ষপাতিত্ব। বিশেষত পর্বতারোহী তিন নারী তার কাছে 'তিন প্রজাতির হরিণী'[৯]। 'ছোটখাটো টেরাসু নাচুনে রঙ্কু হরিণী, পিপি কৃষ্ণসার' (উপন্যাসের একজায়গায় এরকমও রয়েছে : যুবতী কৃষ্ণসার হরিণরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। বারশিঙ্গা হরিণরা বেশি মোহময়ী হলেও, বনের মায়া আর লাবণ্য কৃষ্ণসার মেয়েদেরই বেশি।[১০]), 'ফ্রেয়া হচ্ছে একটি বল্গা হরিণী'।

উপন্যাসে আরো দেখা যায়, পর্বত অভিজানে 'অ্যাভালানশ' বা ধস নামক সাক্ষাত-মৃত্যুর হাঁ-মুখ থেকে অঘটন-ঘটন পটীয়সী বাঁদর সহোদরাপ্রতিম টেরাসুকে রক্ষা করবার পর পর্বতশৃঙ্গ কে-ফাইভ বিজয় একরকম সম্পন্ন হল। তারপর নাগরিক পর্বতারোহী আকাদেমি আয়োজিত সংবর্ধনা উৎসবে টেরাসুর জন্যে আমন্ত্রিত হল অরণ্যবাসী বাঁদর। শহুরে-সভ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পোশাক বাধ্যতামূলক। জাপানি টেরাসুর ইচ্ছেতে বাঁদর গায়ে 'ঢিলে, বোতামহীন লাল রঙের একটা দামি কিমোনো' পরেছে, 'ঢাকা জুতো তার লম্বা আঙুলের পায়ে ঢোকে না' বলে 'স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যান্ডেল' পরেছে সে। সভায় তার মতো 'একজন আশ্চর্য বর্ণাঢ্য ব্যক্তিকে' দেখে প্রায় সবাই অভিভূত। একমাত্র ব্যতিক্রম সুদর্শন দীর্ঘকায় আমেরিকান জ্যাক বয়ফ্রেন্ড, যে কিনা পর্বতারোহিণী ফ্রেয়ার প্রেমিক। ইতিপূর্বে উপন্যাসে রিণু হরিণী প্রসঙ্গে রিণুর জনৈক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক 'দ্বৈরথ'[১১] কে বাঁদর এড়িয়ে গেলেও এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হল না। ফ্রেয়ার প্রেমিক 'অহংকারী' জ্যাক 'নির্গুণ হওয়ায় তার অহংকার' 'সুরার প্রভাবে' 'মাত্রাছাড়া' 'ফেনিল হয়ে পড়ার উপক্রম।' অযাচিত ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্যে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাযোগ্য 'রিসাস বাদর'-এর 'বেখাপ্পা গল্প'-এর প্রসঙ্গ অবতারণা করে বসল সে। শহুরে সভ্যতার দাঁত নখ মেলা তথাকথিত মার্জিত পোশাকধারী নাগরিক মানুষের স্পর্ধায় সে (বাঁদর) বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। জ্যাক বয়ফ্রেন্ডকে সমুচিত শাস্তি (লাথি) দিয়ে সে পোশাকী সভ্যতাকে পরিত্যাগ করল এভাবে: 'ঘর থেকে বেরিয়ে গা থেকে কিমোনোটা খুলে ভাঁজ করে রেখে দিল পথের পাশে। তারপর রাস্তার গাছে গাছে লাফিয়ে অন্ধকার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন সে একজন সাধারণ বাঁদর। কে তাকে চেনে, কে তাকে ধরে!' আমি একে বলতে চাইছি একটি রূপের পোশাক (তথাকথিত শহর-সভ্যতা)-কে ছেড়ে অনাড়ম্বর রূপের আদি অকৃত্রিম পোশাকে একেবারে 'সাধারণ' হয়ে ফিরে যাওয়া। একে কি রূপক বলব না?

যাইহোক। এরপর *প্রত্যাবর্তন* (১২ নং অধ্যায়)-কে ধরে 'বাঁদরের জীবনসংস্কারের প্রথম ভাগে পূর্ণ'তার দিকে আবার যাত্রা শুরু। সময় পাল্টাচ্ছে, এসেছে নতুন তাৎপর্যবাহী কাল। উপন্যাসের একেবারে সূচনায় প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে যে আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, এমনকী উপন্যাসের মধ্যে মধ্যেও (যেমন রানিমার আধুনিক মোবাইলে অবিরাম দূষণ ও উষ্ণতায় হিমবাহের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় বসুন্ধরা-পরিবেশের সার্বিক ভারসাম্যের বিনষ্টির প্রসঙ্গ) যে অপ্রতিরোধ্য নৈরাশ্যজনক ক্ষত বিক্ষত আবহ উপন্যাসের আখ্যানের কণ্ঠস্বরকে ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল, তা এই পর্যায়ে এসে যেন তার সার্বিক সংহার রূপ ধারণ করল। উপন্যাসের পটভূমি পার্বত্য ব্রহ্মপুর এখন অন্যরকম। 'হিমবাহের এলাকা যেখানে ছিল সেখান থেকে ওপরে উঠে গেছে। কে একটা লোক ওই উচ্চতায় আপেলবাগান করবে বলে তোড়জোড় করছে। জায়গাটা এবং জীবজন্তুদের জীবন অনেকটাই পাল্টে গেছে।' 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান' দুটি শব্দের ভেতরে নিদারুণ অর্থবহ গল্প যেন লুকিয়ে রয়েছে। প্রথমটি পরিবেশসংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি পরিবেশকে ধরে নতুন প্রজাতির 'trade', যা শুধুই 'বাণিজ্য' নয়, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে 'multidimensional concept'[১২] (এর মধ্যে বাণিজ্য বা 'trade' গুরুত্বপূর্ণ)-ও এবং আসলে যা 'Globalisation' বা 'বিশ্বায়ন' নামক বহুঅর্থদ্যোতক শব্দ হিসেবে পরিচিত। ১৯৬০-এ সম্ভবত এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শব্দের উৎপত্তি। তবে মুখ্যত নব্বই-এর দশকে সমগ্র বিশ্বের নানা দিক পরিবর্তন-রূপান্তর (যার ভেতরে trade, technology, industry এবং economy প্রভৃতির একটি সার্বজনীন দিক রয়েছে)-কে অবলম্বন করে সম্মিলিতভাবে একটা সাংস্কৃতিক প্রকৌশল হয়েও বিশ্বায়ন খুব নির্দিষ্টভাবে মুখ্যত পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলির বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-'Mechanism' দ্বারা প্রভাবিতই নয় কেবল, নিয়ন্ত্রিতও। সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিশ্বায়ন পৃথিবীর সংক্ষেপণ (Compression) এবং সমগ্র বিশ্বচেতনার তীব্রতা (intensification of the consciousness of the world as a whole) এই দুটো ব্যাপারকেই বোঝায়। বিশ্বায়ন নামক কর্মকৌশল কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠানকে নিজের মতো করে আধুনিক সার্বজনীন হতে দিকনির্দেশ করে। সহিংসপন্থার (violence) নজরদারি (surveillance)-ব্যবস্থায় মুখ্যত পুঁজি (capital) আর শিল্প (Industry)-কে একচেটিয়া করে রাখার (monopolisation) প্রয়াসী হল বিশ্বায়ন নামক বিশেষ প্রকৌশল।

বিশ্বায়নের কথা বলতে গিয়ে আমরা সামান্য উপন্যাসের আখ্যান থেকে সরে এসেছি। আবার ফিরে আসছি উপন্যাসের 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান' প্রসঙ্গে। বলতে চাইছি, কবি-ঔপন্যাসিকের এও নিজ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত রূপকের আবরণে গড়া আর এক অনন্য আখ্যান। প্রসঙ্গত মনে করতে চাইছি অলংকারের সে-ই পুরনো প্রসঙ্গ-কথা। অলংকরণ বা মণ্ডনের মূল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি, তার চমৎকারিত্ব নির্মাণ, সাধারণ বিষয়ে অসাধারণত্ব সন্ধান। আবার বস্তুর যথাযথ রূপ নির্মাণ অসম্ভব, তাই তার যথাসম্ভব প্রতিরূপ নির্মাণই স্রষ্টার উদ্দেশ্য। উপমা সেই ধরনের সাদৃশ্য নির্মাণের ফল। সাদৃশ্য নির্মাণে উপমান-উপমেয়র নিহিত সাদৃশ্য বা সম্পর্কটিকে আবিষ্কার করে যে সাদৃশ্যবাচক অলংকার নির্মিত হয় তা বহুবিচিত্র। সাধারণত উপমান-উপমেয়র মর্যাদা রক্ষা করে অথবা তাদের একটিকে বেশি মর্যাদা দিয়ে এই বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়। একটু প্রথা ভেঙে বলতে পারি, রূপক হল একধরনের লুপ্তোপমা। আবার এখানে বিদ্যমান উপমান উপমেয়র সাদৃশ্যে অভেদের আরোপ। আমরা এ লেখায় প্রথা অসিদ্ধভাবে লুপ্তোপমা অর্থে এই রচনার রূপককে দেখতে যাচ্ছি। বলতে চাইছি, বিষয় বা উপমেয় এখানে দৃশ্যমান, আর যার সঙ্গে তুলনার কথা বলা হচ্ছে, অভেদের আরোপ-এ তা কিন্তু উহ্য নয়, একান্ত নিঃশব্দ তার উপস্থিতি। তাই নিয়ম বা প্রথা ভেঙে এই রচনার 'হিমবাহ' ও 'আপেলবাগান'-এর গভীরে সূক্ষ্ম অনুভবের সাদৃশ্যবোধে জেগে ওঠে যথাক্রমে 'ইকোক্রিটিসিজম'[১৩] ও 'গ্লোবালাইজেশন'-এর নিঃশব্দ ধারণার পদচারণা। হিমবাহ-এর পূর্বস্থান ছেড়ে ঊর্ধ্বস্থান আরোহণ বা হটে যাওয়া পশ্চাদপসারণ হল প্রকৃতি-পরিবেশের বিনষ্টির সূচনা-মুহূর্ত, আর আপেলবাগান নামক নতুন সময়ের ট্রেড বা বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রস্তুতিমাত্র। এর মধ্যে সময়োচিত পুরাতন পন্থী 'বুড়ো' শ্রীবাস্তব সাবেকি সামন্তপ্রভুদের কথা ক্ষণেকের জন্যে মনে করালেও 'বড়' শ্রীবাস্তবের 'প্রগাঢ় ব্যবসাবুদ্ধি' বিশ্বায়নের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে উপন্যাসে বাতাসে পোড়া ধোঁয়া, পাহাড়ের গোড়ায় ফাটল, সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান স্ফীতিকর হিংস্র উল্লাস, পশুদের ষষ্ঠ বিলুপ্তকালের শবানুগমন, আসন্নমৃত্যু সিংহদের নিশ্চিহ্ন হবার পালার কথা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, থাকবে হয়তো কোনোক্রমে ম্যাগট, মানুষ আর আরশোলা। এই সঙ্গে উপন্যাসের পট ব্রহ্মপুর পাল্টেছে। তার স্থানিক মাহাত্ম্য (পরিবেশ-পটভূমিগত)-ই নয় কেবল, তার চরিত্র-স্বভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য এরকম: 'হিমবাহ গলে গলে সরে গেছে, নদীর উৎসের স্রোত আর তত প্রখর নয়, তুষাররেখা পিছিয়ে গিয়ে আপেলবাগানের সম্ভাবনা আর সীমারেখা বাড়িয়ে দিয়েছে।' এখানে আবার স্মরণ করাই, এই আপেলবাগান কেবল মামুলি শখের আপেল বাগানের গল্প নয়। এখানে দেখানো হচ্ছে কীভাবে পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ফেলে নতুন ট্রেড ব্যবস্থার 'সম্ভাবনা' উঁকি দিচ্ছে কেবল। সেই বিশ্বায়ন নামক ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক প্রসিদ্ধ দাদাগিরি (violence): 'নীচের বনে কারা যেন গণ্ডারদের ছেলে নিস্তারণকে খুন করে তার শিং কেটে নিয়ে গেছে। এ তল্লাটে এসব এই প্রথম। শ্রীবাস্তব অ্যান্ড শ্রীবাস্তব বাগান কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা ব্রিচেস পরে, হাতে হান্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো-সখনো দু-একটা লোককে দেখা যায় স্লিংয়ে বন্দুক ঝুলিয়ে যাতায়াত করছে।'

প্রাথমিকভাবে পাল্টা প্রতিবাদ এসেছে অবশ্য, যেমনটা হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে আইবেক্সদের পাড়ার 'বেতাল নামের তরুণ ছেলেটা' ভগ্নীপতি শ্রীবাস্তবের বাড়িতে বেড়াতে আসা ছোট শালাকে খুন করে বসল। ঘটনা হিসেবে বিষয়টা বিক্ষিপ্ত হলেও এর সুদূরপ্রসারী ফল হল পরিবেশ নিধন এবং সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। প্রতিরোধ গড়ে উঠল, যুদ্ধশেষে বসল বিশ্রুত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোল টেবিল বৈঠক-এর অনুকরণে আলোচনাসভা। সন্ধি ও যৌথ উদ্যোগ একটা আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বছরে তার সমূহ সম্ভাবনা বিসর্জিত হল। ততদিনে জাপানি নাবিকের হাতে একশো শুশুক খুন, য়ুরোপে ভাল্লুক ও নেকড়ের এবং আমেরিকান প্রেইরির কোটি কোটি মোষ চির অবলুপ্তির পথে, পশুরাজ সিংহেরও দিন শেষ।

কিন্তু সহনশীল ধরিত্রীর বিনষ্টি এই উপন্যাসের প্রার্থনা নয়। একাধিক ভূমিকম্পও তাকে শেষপর্যন্ত টলাতে পারে না। 'কদিন আগে পাহাড়ে আর সংলগ্ন সমতলে কয়েক বার ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পৃথিবীর ভিতরে শিলাসন মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করে, একটু-আধটু ধাক্কাটাক্কা লাগে। এটাই ভূমিকম্পের কারণ, বেশি উদ্‌বেগের কারণ নেই।'[১৪] কীভাবে যেন এক 'বাঁদরিণী' 'ভূমিকম্পে ছিটকে এসে পড়েছিল এই বনে', বাঁদর যেখানে থাকে। দুঃখিত বিমর্ষ গল্প নতুন সম্ভাবনায় জেগে ওঠে আবার। 'তারা একটা গাছে সংসার পাতল।' ইতিপূর্বে 'বাঁদরের পুংস্ত্ব হরিণী মানুষী ছাগলী সবার মধ্যে'[১৫] নিজের নারী বাঁদরিটিকে অনুসন্ধান করে ফিরে অবশেষে অকস্মাৎ এই প্রার্থিত নারী 'বাঁদরিণী'[১৬]-কে খুঁজে পেয়ে গেল। বাঁদরের স্বীকারোক্তি : 'আমি, বাঁদরিণী, জাম্ববানদা, শ্রীবাস্তব, যারা আছে, যারা অবলুপ্ত সবাই আছি এই দাউ দাউ করে ছুটে চলায়। মদ মাংস মধু পুড়ছে, মিষ্টি গন্ধ অগুরু চন্দন পুড়ছে। দুর্গন্ধ পুড়ে পুড়ে গন্ধহীন হচ্ছে। পুড়ে সব হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফুরোচ্ছে না। কোনোদিন ফুরোবে না।' এভাবে বাঁদরের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অফুরান ('এই অফুরন্তই ব্রহ্ম।'[১৭]) উপলব্ধিতে তৃপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে অরণ্য-পরিবেশই হয়ে ওঠে তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত ঘর। 'ইকোলজি' নামক চিন্তা ভাবনায় 'ইকোস' শব্দের মানেও হল ঘর[১৮]। এই অরণ্য-পরিবেশ মণ্ডিত ঘরই তার একান্ত প্রাপ্তি শেষপর্যন্ত। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা, করুণাময়ী রানিমা, রিণু, পিপি-ফ্রেয়া-টেরাসু সকলকেই পশু হয়েও সে স্ব-অর্জিত মানুষী সত্তা দ্বারা আবিষ্কার করেছে। রিণু, ফ্রেয়া, পিপি, টেরাসু কোনো নারী-সত্তা তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। পোশাকি শহুরে সভ্যতার মায়াও তাকে বিবশ করতে পারেনি, চরম অবহেলা ভরে সে একে প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বোপরি সর্বংসহা বসুন্ধরাকে আরক্ষা দেওয়ার জন্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং এই বিষয়ে ব্যর্থতাবশত তার একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা তাকে আরো মানবিক করে তুলেছে। বিশেষ সময়ের 'একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তি' (সংবর্ধনা সভা স্মরণীয়), পর্বতারোহিণী 'ফ্রেয়া বডিবিল্ডারের সুইট হার্ট' কিংবা এই উপন্যাসের 'গোল টেবিলের গাঁধীজি' হওয়া সত্ত্বেও এসব কোনোকিছুই তাকে স্পর্শ করল না আর। প্রকৃতিকে ঘর ভেবেই সেখান থেকেই সে বেছে নিল তার ঘরনিকে। প্রকৃতির কোলে আশ্রয়ে নিতান্তই অনাড়ম্বর অকৃত্রিম পিতৃস্নেহে কন্যা সন্তানকে পেয়ে আনন্দে সাধারণ অবিশেষ হয়ে রইল সে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, অলোক, আখ্যানের তত্ত্বভুবন, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২২৩

২. ক. দাস, অমিতাভ, আখ্যানতত্ত্ব, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৪১

খ. চক্রবর্তী, অলোক, পূর্বোক্ত আখ্যানের তত্ত্বভুবন, পৃ. ২১১, ২২২ - ২৩২

৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, উপন্যাস সংগ্রহ, নুড়ি বাঁদর, অবভাস, কলকাতা-৮৪, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৯১

৪. সন্মাত্রানন্দ, নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা, ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭), পৃ. ১৯৪

৫. ক. বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত/ সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা-১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৩৭৮, পৃ. ২১-২২

খ. ভট্টাচার্য, সুখময়, মহাভারতের চরিতাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, পঞ্চম মুদ্রণ: কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ৩১১

৬. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১১৬

৭. তদেব, পৃ. ১১২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রাক্‌কথন, দ্র. কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা/ রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮
৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১২৭
১০. তদেব, পৃ. ১০০
১১. তদেব, পৃ. ১১৪
১২. P.N. Pandey, Globalisation, Cultural Change and the Issue of Global Uniformity, Globalisation, Development and Culture; Rawat Publication, Satyam Apts, Sector 3, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 (India), p. 224
১৩. চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রাগুক্ত প্রাক্‌কথন, দ্র. পূর্বোক্ত কবিতা নন্দী চক্রবর্তী রচিত বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা, পৃ.৮
১৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র, পূর্বোক্ত উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ১৫১
১৫. তদেব, পৃ. ১২৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৫২
১৭. তদেব
১৮. কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা, পৃ. ২২৩